PLSA, SEM-2, CC-4

প্রশ্ন:- ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

উত্তর:- ভূমিকা:- পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তা সত্ত্বেও মানব সভ্যতার ইতিহাস মানুষের জীবন ও তার মর্যাদার প্রতি অসম্মানের ঘটনায় পূর্ণ। বর্তমানেও পরিস্থিতি- পরিমণ্ডলের তেমন ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে সকলের জন্য অভিন্ন আইন আবশ্যক এ ধারণা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এর থেকেই পাওয়া যায় স্বাভাবিক আইনের ধারণা। এ সব সত্ত্বে ও মানবসমাজ থেকে বৈষম্য অপসারিত হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মানবসভ্যতার ইতিহাসে দু'দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তারপর বিশ্বব্যাপী সকলের মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সম্পর্কিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় পৃথিবীর সকল মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়।

মানবাধিকারের ধারণা :- আন্তর্জাতিক সনদের ভাষ্য অনুযায়ী মানবাধিকার সংবিধানগতভাবে সকলের আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার এবং সকলের সমানাধিকার বোঝায়।

জন্মগতভাবে সকল মানুষেরই অধিকার ও মর্যাদা সমান। এ বিশেষ ধরনের এক নৈতিক অধিকার। মনুষ্যত্বের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিকার সকল মানুষের মধ্যে বর্তমান। এই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায় না। এই সমস্ত অধিকারের সুস্পষ্ট ও লিপিবদ্ধ রূপ অধুনা মানবাধিকার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে মানবাধিকার হল আইনি অধিকার। মানবাধিকার বলতে সাধারণভাবে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত সকলের মর্যাদা ও সাম্যের মূল্যবোধকে বোঝায়।

প্রেক্ষাপট:- মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটিকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রপতি ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি জরুরী আইন জারি করেন। ১৯৯৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সংরক্ষণ বিল পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৮ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দিলে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' গঠন করা হয়।

কমিশনের উদ্দেশ্যসমূহ :- মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়। (১) মানবাধিকার বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা ও তার প্রতিকারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহকে শক্তিশালী করা।(২) মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় অভিযোগসমূহের ব্যাপারে নজর দেওয়া (৩) এবিষয়ে ইতিমধ্যে যে সমস্ত উদ্যাগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য সম্পূরক ভূমিকা পালন করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন :- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সভাপতি সমেত মোট পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত। তা ছাড়া পদাধিকার বলে তিনজন সদস্য কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হন। এঁদের নিয়ে কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা আট। সদস্যদের যোগ্যতা (১) ভারতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের ভিতর থেকে কমিশনের সভাপতিকে নিযুক্ত করা হয়। (২) সুপ্রীম কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভিতর থেকে একজন সদস্য নিয়োগ করা হয়। (৩) যে কোন হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভিতর থেকে একজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়। (৪) মানবাধিকারের ক্রিয়াকারী হিসাবে সুপরিচিত বা মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ভিতর থেকে দু'জন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়। (৫) পদাধিকারবলে কমিশনের তিনজন সদস্য হল - সংখ্যালঘু কমিশনের সভাপতি, তফসিলী জাতি ও উপ-জাতীয় কমিশনের সভাপতি,মহিলা কমিশনের সভাপতি। একজন মহাসচিব থাকেন যিনি কমিশনের প্রশাসনিক আধিকারিক। তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করেন এবং ক্ষমতা ভোগ করেন। একজন ডাইরেক্টর জেনারেল থাকেন। যাতে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করাই হল এই আধিকারিকের কাজ।

নিয়োগ-পদ্ধতি :- এই কমিটি গঠিত হয় (ক) প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীই হলেন এই কমিটির সভাপতি; (খ) লোকসভার স্পীকার; (গ) ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী; (ঘ) লোকসভার বিরোধী দলের নেতা; (ঙ) রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা (চ) রাজ্যসভার সহ-সভাপতি। এই কমিটির সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতি কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করতে পারেন না। তা ছাড়া সুপ্রীমকোর্ট বা কোন হাইকোর্টের কর্মরত কোন বিচারপতিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে হলে ভারতের প্রদান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হয়।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি :- কমিশনের সদস্যরা পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কমিশনের সদস্যদের পদচ্যুত করার পদ্ধতি গুলো - (ক) কোন সদস্য যদি দেউলিয়া ঘোষিত হন (খ) কমিশনের সদস্য থাকাকালীন যদি অন্য কোন চাকরি গ্রহণ করেন (গ) অসুস্থতার কারণে কোন সদস্য শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়লে (ঘ) আদালত কোন সদস্যকে বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন বলে ঘোষণা করলে । 5.কোন সদস্যের নৈতিক অপরাধের জন্য কারাদণ্ড হলে। 6. সদস্যের অসামর্থ্য।

বেতন ও ভাতা: কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাদি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করে। কমিশনের কাজকর্মে স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধিকার করার জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী :-

1. মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে কমিশন যাবতীয় অভিযোগ সম্পর্কে কমিশন প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করতে পারে।

2. মানবাধিকারের লঙ্ঘন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কোন সরকারী আধিকারিক বা কর্মচারীর কর্তব্য পালনের ব্যর্থতার বিষয়ে কমিশন অনুসন্ধান করে।

3. মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলার শুনানীতে

কমিশন অংশগ্রহণ করতে পারে তবে আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে।

4. কারাদণ্ড প্রাপ্ত বা আটক ব্যক্তিবর্গের জীবনযাপনে অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য কমিশন কারাগারসমূহ পরিদর্শন করতে পারে।

5.মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সংবিধান অনুসারে পদক্ষেপ করতে পারে।

6. সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গী কার্যকলাপকে কমিশন পুনরীক্ষণ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকগুলিকে অপসারণের ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করতে পারে।

7. মানবাধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করে সেগুলি রূপায়ণের সুপারিশ করে।

৪. মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কাজকর্ম ও ভূমিকাকে কমিশন উৎসাহিত করে।

9. মানবাধিকারের বিকাশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এবং এ বিষয়ে কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সামরিক বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন সে বিষয়েও অনুসন্ধান করতে পারে। **মূল্যায়ন-** মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের বিষয়টি বহুলাংশে একটি সাধারণ প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে: জীবনের বাস্তব বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়নি। বিগত বছরগুলিতে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজকর্ম বিবিধ প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি বিবিধ ভয়-ভীতির মোকাবিলায় মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনই হল সর্বাধিক বৃহৎ আশা ভরসা। ভারতে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।